যুগান্তর

তারিখ 10 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

কাপাসিয়ায় মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ

কাপাসিয়া প্রতিনিধি

গাজীপুরের কাপাসিয়ার বড়হর আ. মজিদ মোল্লা বালিকা দাখিল মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে। রোববার ওই মাদ্রাসার ছাত্রীরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দেয়। জানা গেছে, কাপাসিয়ার বড়হর আ. মজিদ মোল্লা বালিকা দাখিল মাদ্রাসার সুপার মো. শহীদুল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রীদের সঙ্গে নানা ধরনের যৌন হয়রানি করে আসছিল।

লিখিত অভিযোগে জানা যায়, ১০ম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষে দরজা আটকিয়ে দুই কাঁধে ও দুই গালে হাত চেপে মুখের ভেতরে থুতু দিয়ে অশালীন যৌন হয়রানি করে। এতে ছাত্রীরা প্রতিবাদ করলে সুপার বলেন, ইয়া আধ্যাত্মিক ফয়েজ প্রদান। অপর দশম শ্রেণীর ছাত্রীর বুকে হাত-আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে। এসব আচরণের প্রতিবাদ করলে তিনি বলেন, এটা ইড়ড়শ মানে বই। অপর এক ছাত্রীকে প্রেমপত্র পাঠ করতে বলেন। প্রায়ই ছাত্রীরা সুপার কর্তৃক ইভটিজিংয়ের শিকার হয়। এভাবে সুপার বিভিন্ন সময় অভিনব পদ্ধতিতে ছাত্রীদের শরীরে বিভিন্ন স্থানে হাত দিয়ে যৌন হয়রানি করেন। বিভিন্ন সময় সুপারের এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা বাধা নিষেধ করলে তিনি তা মানেননি। এ ঘটনার প্রতিবাদে ওই মাদ্রাসার ছাত্রীরা কাপাসিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। মাদ্রাসার সভাপতি ওয়াজউদ্দিন মোল্লা বলেন, বারবার সুপারকে সাবধান করেছি। তারপরও তিনি এসব কর্মকাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন।

এ বিষয়ে কাপাসিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আবুল কালাম আজাদ বলেন, এটা একটা স্পর্শকাতর বিষয়। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কাপাসিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। মাদ্রাসা সুপার মো. শহীদুল্লাহ মোবাইল ফোন বন্ধ করে রেখেছেন। তাই তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।